R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, নিখুঁত ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ. ৩৩ শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

এফ, সি, আই অখাদ্য দিলে আমাদের কিছু করার নাই

—রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ২ জানুয়ারী রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। স্থানীয় নাগরিকরা মরগের অচলাবস্থা ও হাসপাতালে রোগীদের পশুরও অযোগ্য খাদ্য সরবরাহের প্রতিকার দাবী করলে তিনি বলেন—মর্গ কোথায় হবে না হবে তার দা'য়ত্ব পুলিশের, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নয়। তবে হাসপাতাল থেকে মরগের দূরত্ব আধ মাইলের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক মর্গ বা এয়ার কণ্ডিশন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি সচিব পর্য্যায়ে তদ্বির করার কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতার কথাও জানান। পশুর অযোগ্য খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি বলেন ফুড করপোরেশন হাসপাতালে রোগীর খাদ্যের চাল ও গম সরবরাহ করে। তারা যদি অখাদ্য সরবরাহ করে তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের করার কিছুই নাই। এ ব্যাপারে তিনি সরাসরি মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। উনি সেদিনের ডালভাত নিজে মুখে দিয়ে দেখেন ও নাগরিকদের কথা অসত্য নয় বলে মন্তব্য করেন। পথ্যের সম্পর্কে তিনি জানান, রোগী পিছু প্রতিদিন মাত্র চার টাকা পথ্য মূল্য ধার্য্য আছে আদিকাল হতে। অতএব সহজেই বুঝতে পারছেন পথ্য কত নিম্নমানের হবে। পথ্য মূল্য বাড়ানোর জন্য সরবরাহকারীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। ফেডারেশনের কর্মীরা দোতলায় বেড চালুর কথা জানালে উনি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ও সুইপারের অভাবের কথা জানান এবং শীঘ্র চালুর আশ্বাস দেন। হাসপাতালের ষ্টাফেরা আরোও একজন সার্জেন, একজন এ্যানাস-থেসিষ্ট ও প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং এক্সরে কমপারটমেন্ট ও গার্ডের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা শেষে জনৈক নাগরিক ক্ষোভের সঙ্গে জানান যদি কোন কিছুই দূর করা সম্ভব নয় তবে হাসপাতাল নামে এই মারণকেন্দ্রের প্রয়োজন কি ? আরও জানান, এই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই রোগীদিকে নিজস্ব ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয় কর্মচারীদের পক্ষ থেকে। তার ফলে গ্রামের রোগীরা দালালদের পাল্লায় পড়ে অর্থক্ষতি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

দিল্লিতে চাঁইদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন এম পি অতীশ সিংহ

বিশেষ প্রতিনিধিঃ জেলার কংগ্রেস (ই) দলের এম পি অতীশচন্দ্র সিংহ দলীয় ঘরোয়া বৈঠকে গত ৬ জানুয়ারী প্রাক্তন এম এল এ মহঃ সোহরাবের মঙ্গলজনের বাড়ীতে আসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক হাবিবুর রহমানও। সোহরাব সাহেব মহকুমার চাঁই আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করছেন বলে জানা যায়। সে কারণেই তিনি ঐ বৈঠকে চাঁই উন্নয়ন সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠান এম পি অতীশ সিংহকে তাঁদের দাবী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাতে। উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক জানান, তাঁরা আমন্ত্রণ পেয়ে সোহরাব সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হন ও তাঁদের বক্তব্য বিধায়ক হাবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাবকে বুঝিয়ে বলেন। তাঁরা উভয়েই এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বিধায়ক হাবিবুর রহমান আগামী বিধানসভায় চাঁইদিকে সিডিউল্ডকাষ্ট হিসাবে গণ্য করার দাবী তুলে ধরবেন বলে জানান। এম পি অতীশ সিংহ এসে পৌঁছালে তাঁর কাছেও এই দাবী রাখা হয়। চাঁই উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বলেন, রিসলে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বাণীর কমল বনে মত্ত হাতির দাপাদাপি

ফরাক্কা ঃ ফরাক্কা অঞ্চলের ইমামনগর জুনিয়ার হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে দুটি রাজনৈতিক দলের লড়াই ক্রমশঃ জমে উঠছে। কংগ্রেস ও সি পি এম উভয়দলই চায় তাদের অনুগত লোক প্রধান শিক্ষকের পদে থাকুন। তাদের আশাকে সফল করতে উভয়দলই প্রকাশ্যে লড়াই চালাচ্ছেন। এই স্কুলটি নজরুল ইসলাম ও সাদেমান আলির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় '৮৪ সালে সরকারী অনুমোদন পায়। পূর্ব হতেই অর্গানাইজিং কমিটি নজরুল ইসলামকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন। জেলা শাসকও নাকি এই নিয়োগ অনুমোদন করেন। কিন্তু স্কুলটি সরকারী অনুমোদন পাওয়ার পর হঠাৎ জেলা স্কুল পরিদর্শক সহকারী শিক্ষক বদরুল হককে প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োগ পত্র দেন। গ্রামের মানুষের ধারণা এ ব্যাপারে সি পি এম দলের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। কেন না বদরুল হক (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

প্রতিবন্ধীদের সেবায় মহকুমা রেডক্রশ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা প্রতিবন্ধীদের সেবায় এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী বিকলাঙ্গদের চলাফেরার সাহায্য করতে বিকল্প অঙ্গের ব্যবস্থা করা হবে। এই পরিকল্পনা চালু হয়েছে গত ১ জানুয়ারী '৮৬ হতে। যাঁরা সাহায্য নিতে চান তাঁরা উপযুক্ত প্রমাণসহ স্থানীয় বি ডি ও-এর সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রতি সপ্তাহে সোম, বুধ ও শুক্রবার বেলা ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত মহকুমা রেডক্রশ অফিস খোলা থাকবে। সে কয়দিন উৎসাহী সংগঠন, ক্লাব ও জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকেও রেডক্রশ আফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল

এসো পৌষ যেয়ো না

আমাদের এই বাংলা সম্বন্ধে কত সুখ কাহিনী না শুনিয়াছি। পূর্বে বাঙালীর গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর ক্ষেত ভরা সোনার ফসল ছিল। তাই বাঙলার ঘরে ঘরে চলিত বিবিধ উৎসব। 'বারো মাসে তের পার্বণ' তো ছিলই তাহারই সাথে চলিত মন্দিরের আটচালাতে সংবৎসর যাত্রা-গান, কবিগান, আলকাপ প্রভৃতি বিবিধ লোক সঙ্গীতের রাত্রিব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান। বিশেষ করিয়া তিনটি মাসকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল 'লক্ষ্মী-মাস' বলিয়া। সেই তিনটি মাস হইল ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র। ভাদ্র মাসে জলভরা তটিনী, মাঠে মাঠে সুপক্ক ভাদুই ধানের সোনা। পৌষে উঠিত আমন ধান; চৈত্রে চৈতালী। চাষীর মনের আনন্দ হর্ষ ছড়াইয়া পড়িত গ্রামের আপামর জনগণের মধ্যে। তাহারই মধ্যে পৌষ মাস ছিল সেরা মাস। তখন প্রকৃতির রুদ্র তেজ মিলাইয়া গিয়া তাহাতে লাগিয়াছে শীতের কুহেলী। শুধু ধানই নয় তখন সমস্ত সব্জীর ক্ষেতে অফুরন্ত তরিতর-কারী। কফি, বেগুন, টম্যাটো ছাড়াও আলু, গাজর, বিট, সীম ও বিভিন্ন শাকের সমারোহ মাঠে মাঠে। ফসলের ভারে গৃহস্থের ঘরে টাকার টান কমিয়া আসিতেছে। আনন্দ মনে, আনন্দ মুকুলিত আম্র কাননে, আনন্দ প্রস্ফুটিত কুসুম শাখে, আনন্দ তটিনীর বুকের চঞ্চলতায়। গৃহস্থ মন সেই কারণেই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিলাইয়া দিতে আত্মীয়বন্ধুদের সাথে একত্রে বনভোজনের ব্যবস্থায় মাতিয়া উঠে। শীতের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়া একত্রিত বনভোজনের মাধুর্য্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। অফুরন্ত শস্যের আমদানী হওয়ায় বিচিত্র রসনার রুচিকর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে মনে ইচ্ছা জাগে, তাই লক্ষ্মীর আরাধনা এই মাসেই। লক্ষ্মী পূজার সামগ্রী সহজপ্রাপ্ত হওয়ায় তদুপরি শীতের প্রকোপ পড়ায় ক্ষুধা বৃদ্ধি প্রাপ্তের সহায়তা হওয়ায় এই সময়েই রসনা রুচিকর পিঠে, পায়েস, পুলি প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন তৈরীর ইচ্ছা জাগে। বাঙালীর নিকট বড় আদরের এই পৌষ মাস। এই মাসের সমাপ্তিতে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের উৎসব মুখরিত করে তোলে গৃহ হতে গৃহান্তর।

কিন্তু বর্তমানে সমস্যাজর্জর বাঙালীর গৃহ। পৌষ পার্বণের উৎসব স্মৃতিমাত্র। দুধ, ঘি, দধি, মাখন দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য। সব্জীর বাজারে আগুনের হাওয়া। নূতন আলু আজও দু'টাকা কেজি, টম্যাটো, শাক, বেগুন প্রভৃতিও দু' টাকার নিম্নে পাওয়া যাইতেছে না। কফি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। গ্রাম ভিত্তিক সমাজের কাঠামো কবেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শহর ভিত্তিক সমাজে টাকা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। সেই টাকা রোজ-গারের সুযোগ হইতে বাঙালীরা বহু দূরে পড়িয়া আছে।

ব্যবসা বাণিজ্য সকলই অবাঙালীর হাতে, বাঙালী সর্বত্র অপাঙক্তেয়। তাহার বিলাস করিবার, আনন্দ স্ফূর্তি করিবার সুযোগ অন্তর্হিত। তাই পৌষ পার্বণের সেই পুরাতন মধু স্মৃতি স্মরণ করিয়া চক্ষুজল মোচন করা ব্যতীত তাহার আর করিবার কি আছে। একদিন এই বাঙালী বধূরা পৌষ মাসকে বন্ধন করিয়া রাখিতে সংক্রান্তিতে গাহিয়াছে 'এসো পৌষ যেও না।' আর বর্তমানে বাঙালীর নিকটে পৌষ মাস সর্বনাশ হইয়া স্মৃতির ব্যথা ভরা মাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভিন্ন চোখে

প্রচণ্ড কন্‌কনে শীতের হিংস্র কামড়। প্রকৃতির মধ্যে এক রিক্ততার ছাপ। আমলকির ডালে ডালে শীতের হাওয়ার নাচন। তালে তালে পাতা গুলি ঝরে যায় নিঃশব্দে। বরষ পরে এসেছে শীতের বেলা। মাঠ-ভরা কাজ আছে পড়ে। জীর্ণ শীতের সাজে এক অজানা মায়া নিহিত। সেই মায়ার স্বরূপ অপ্রকাশিত। 'জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে' এই অজানা মায়া থেকে যায় অজ্ঞাত। এই তো প্রকৃতি লোকের লীলা। এই লীলা চলছে সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে। প্রকাশ-অপ্রকাশ সত্তার দ্বন্দ্ব। প্রকৃতির এই পটভূমি থেকে নতজানু উনশশো পঁচাশি সাল নিয়েছে বিদায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রবি কবির একটি গান মনে পড়ে যায়:

'বিদায় বেলায় একি হাসি,
ধরালে আগমনীর বাঁশি—
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো।'

ইংরেজী নব-বর্ষের আগমন। পুরাতনের স্থলে নূতনের অভিষেক। 'জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্।' সমাজ-সভ্যতা তথা জীবনের এটা ধর্ম। সর্বদেশে সর্বকালে নবীনের আবাহন। নূতন-পুরাতনের এই স্থান বদল আমাদের মনে আর সেভাবে রেখাপাত করে না। জীবন সংগ্রামের মধ্যে সব কিছু হয়ে যায় এলোমেলো। আমরা সংবাদ-পত্র/বেতার/দূরদর্শনের মাধ্যমে পুরাতনের বিদায় এবং নবীনের আগমনী গান শুনতে অভ্যস্ত। সে মুহূর্তে ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জাগে মনোলোকে।

ফেলে আসা বৎসরের সালতামামি আমাদের মনে আর সেভাবে ঝড় তোলে না। সব কিছু হারিয়ে যায় নিঃশব্দে। আমাদের মধ্যে জীবন সংগ্রামের জটিল বৃত্তটি ক্রমশঃ আয়তনে বিস্তৃত হচ্ছে। মহাযুদ্ধের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমরা দিনরাত দৌড়াচ্ছি। পিছনে পড়ে থাকছে পুরাতন বৎসরের ক্রীড়াঙ্গন। এই ক্রীড়াঙ্গনে আমরা আর কোনদিন আসব না ফিরে।

—মণি সেন

আস্‌ছে ভোট

বাজনা বেজেছে সাজ সাজ রব
পৌর শহর মাঝে।
রথী-মহারথী ঘুম ঝেড়ে সব
সাজিতেছে নব সাজে॥

রাখীর বাঁধন ছিঁড়ে গেছে কবে
আলগা দলের রশি।
এ দলে ও দলে ছোটাছুটি করে
চেয়ারে যাহারা বসি॥

গুঞ্জন উঠে নারাটি শহরে
সভা বসে ক্লাব ঘরে।
কে কারে এবার করিবে সাপোর্ট
লড়িবে কাহার তরে॥

ফ্রন্ট শরিকেরা এখনও করেনি
কোন দর কষাকষি।
এখনো ভাঙ্গেনি হাতের শাঁখা
ছেঁড়েনি মিলন রশি॥

পুরানো যাহারা কায়দা কানুন
অনেক কিছুই জানে।
তাহারা ভাবিছে অবস্থা বুঝে
এক দলে নেবে কিনে॥

যাহাদের তরে আকুল সকলে
তাহারা ভাবে না কিছু।
স্বার্থবাদীরা আগায়ে চলেছে
জনতারে ফেলে পিছু॥

সাতদিনের বইমেলা বহরমপুরে

সংবাদদাতা: আগামী ১৬ জানুয়ারী থেকে বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে সাতদিনব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছরের কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন জেলা সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক অধীররঞ্জন ঘোষ। পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রয়েছেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল বারি, নির্মল মুখোপাধ্যায় ও লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। এই সাতদিনে কলকাতার বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশকেরা তাঁদের বই ষ্টল খুলবেন এবং আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজনও থাকবে।

বোমা ফেটে আহত—৩

ফরাক্কা: গত ৩ জানুয়ারী স্থানীয় থানার শ্রীরামপুর ঘোষপাড়ার নিকটে এজাজুল সেখের বাগানে দুপুর তিনটের পরপর দুটি বোমা ফাটে। বোমার ঘায়ে তিন যুবক গুরুতর আহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উক্ত তিন যুবক গোপনে ঐ বাগানে বোমা তৈরী করছিল। সেই সময় অসাবধানতায় দুটি বোমা ফেটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখতে পান তিনটি তাজা বোমা, বারুদের প্যাকেট, ছোট ছোট লোহার রডের টুকরা। তারি এক পাশে একটি কাটা বুড়ো আঙুল আর রক্তে রাঙা বাগানের মাটি। আহতরা মুমূর্ষু অবস্থায় কাতরাচ্ছে। পুলিশ খবর পেয়ে সন্ধ্যায় পর আসে ও যুবক তিনটিকে মুমূর্ষু অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করে। একজনের আঘাত গুরুতর দেখে তাকে মালদা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

বহরমপুর: গত ৭ ডিসেম্বর ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন (ফ্রান্টু, থী ও কৃষি যুক্তি সহায়ক) এর ৩২তম জেলা সম্মেলন বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে অনুষ্ঠিত হয়। ৬২ জন প্রতি-নিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন ও আগামী দিনে সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। আগামী দু'বছরের জন্য হরপ্রসাদ সাহাকে সভাপতি ও মহীতোষ সাহাকে সম্পাদক করে ১৭ জনের এক কর্মকর্তা পরিষদ গঠিত হয়।

জঙ্গিপুর মহকুমার অর্থ নৈতিক চালচিত্র

বরুণ রায়

গঙ্গা-ভাগীরথীর দু'বাহু বন্ধনে আবদ্ধ জঙ্গিপুর মহকুমার এই পুণ্যভূমিতে একদিন ইতিহাসের বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অভিনীত হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাত। শশাঙ্ক ও পাল রাজাদের আমলের শিল্প ও ভাস্কর্যের অপরূপ বিকাশ। পাঠান আমলের দিঘী, সড়ক ও মসজিদ, সাঁওতাল ও নীলবিদ্রোহের আগুনঝরা দিন। বিস্মৃতির মলিন বালুরাশির নীচে আজ সব ইতিহাস চাপা পড়েছে। অতীত দিনের বীরত্বগাথা, বৈভব, শিল্পসুষমা, সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটা সব কিছুর উপর কালো যবনিকা নেমে এসেছে।

সে ইতিহাসের কথা আজ থাক। আজ আমরা স্বাধীন ভারতের বিশ শতকের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার বর্ত্তমান আর্থ-সামাজিক জীবনধারার কিছুটা পরিচয়লাভের চেষ্টা করব। জঙ্গিপুর মহকুমার ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরে মালদহ জেলা ও বাংলাদেশ, পশ্চিমে কান্দী মহকুমা ও বিহারের সাঁওতাল পরগণা, পূর্বে বাংলাদেশ ও লালবাগ মহকুমা, দক্ষিণে লালবাগ মহকুমা। দুটি পৃথক রাষ্ট্র, ভারতের দুটি অঙ্গরাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার সামান্তবর্ত্তী এই মহকুমার ভৌগোলিক অবস্থান এই মহকুমার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯৪৭ এর দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হয়। সবচেয়ে বেশী আসে পাবনা ও রাজশাহী জেলা থেকে নদী তীরবর্ত্তী মৎস্যজীবি সম্প্রদায়। উত্তরে ফরাক্কা থেকে শুরু করে গঙ্গা ও পদ্মার ধারে ধারে এবং ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী এলাকাগুলিতে এই উদ্বাস্তু মৎস্যজীবিরা এসে বসতিস্থাপন করেন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে ধীরে ধীরে তাঁরা স্থানীয় জীবনধারার মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন।

গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথীতে ইলিশের অভাব দেখা দেওয়ায় সম্প্রতি এই মৎস্যজীবিদের ক্রমশই আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কেউ কেউ মরশুমে ইলিশ ধরার জন্য সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের সমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছেন। স্থানীয় বিল ও জলাশয়গুলিকে ঠিকমতভাবে কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা নাই। ফরাক্কা ব্যারেজের ফিডার ক্যানাল খোঁড়ার ফলে সুতী থানার একটা বড় অংশে বিলের সৃষ্টি হয়েছে। সাগরদীঘি ও সেখদীঘি এবং ফিডার ক্যানালের বিরাট জল সম্পদ আছে। সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হলে এই মহকুমায় মৎস্যচাষের ভাল ব্যবস্থা করা যায়।

স্থানীয় মৎস্যজীবিদের আর একটা বড় সমস্যা—বিপণনের অবন্দোবস্ত। মাছ যা ধরা পড়ে তার বড় অংশই কলকাতা, উত্তরবঙ্গ বা শিল্পাঞ্চলে চালান যায়। মুনাফার সিংহভাগ দালাল ও ফড়েদের। সাধারণ মৎস্যজীবি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও সামান্যই রোজগার করতে পারেন। হিমঘরের ব্যবস্থা থাকলে এবং সরকার নিজে মৎস্যজীবিদের কাছ থেকে সরাসরি মাছ কিনে নিয়ে তা চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।

জঙ্গিপুর মহকুমা প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান এলাকা। মোট জনসংখ্যা ৮৬৮৯৮৬, তার মধ্যে কৃষিশ্রমিক ৭২৯৪৩ জন আরও প্রায় ১০/১২ হাজার মানুষ চাষের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ১০% কৃষিকর্মে নিয়োজিত; তাদের পরিবারের মানুষজন কৃষির উপর নির্ভরশীল। সাগরদীঘি থানার আদিবাসী সাঁওতালরা প্রায় পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। মোট জমির পরিমাণ ৭৩৫৭৬ হেক্টর। রাঢ় এলাকার প্রধান ফসল ধান। বাগড়ি এলাকায় ধান, পাট, গম, আখ, ডাল, তৈলবীজ ও নানা রকমের সবজির উৎপাদন হয়। উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন অনেক বেড়েছে। তবে সেচের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সাগরদীঘি থানাকে বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয়। যাও বা অল্পস্বল্প নলকূপ ও রিভার পাম্প আছে বিদ্যুতের অভাবে তাও প্রায় সময়েই অকেজো হয়ে থাকে।

উৎপাদিত ফসল বিপণনের ব্যবস্থা সেই মান্ধাতার আমলের মতই। পরবর্ত্তীকালে বাজার দর যাই দাঁড়াক চাষীকে কম দামেই উৎপাদিত ফসল ছেড়ে দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজ পণ্য বিপণন আইনের আওতায় ধুলিয়ান বাজারকে আনা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ চাষীর কোন সুবিধায় এতে হয়নি।

সরকার যতই রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করুন না কেন, কৃষিজীবিদের অনুপ্রাণিত করতে হলে গ্রামাঞ্চলে চাষ করার ও উৎপাদিত ফসল ভোগ করার মত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি না করলে চলবে না। অহরহ দাঙ্গা, মারামারি, রাজনৈতিক কোন্দল, জমি ও ফসল কেড়ে নেওয়া হতে থাকলে চাষীকে আর জমির দিকে টেনে রাখা যাবে না। এই মহকুমায় আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে সীমান্ত এলাকায় নানাভাবে টাকা এসে জমা হওয়ায় জমি ক্রমশঃ তারা কিনে নিচ্ছে।

আম ও লিচু জঙ্গিপুরের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। ফরাক্কার লিচু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। বেপরোয়াভাবে আম ও লিচু গাছ কাটার ফলে বাগান ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তার উপর গাছে পাকার আগেই কাঁচা আম ও লিচু বাগান থেকে ট্রাক বোঝাই হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই ফল সদ্ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা নাই। ফল সংরক্ষণ এবং জ্যাম, জেলি, আচার, মোরব্বা তৈরীর শিল্প গড়ে তুলতে পারলে স্বল্পব্যয়ে বহু মানুষের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

জঙ্গিপুর মহকুমায় কোন বড় শিল্প কারখানার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু কুটিরশিল্প হিসাবে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিড়ি শিল্পকেন্দ্র এই এলাকায় গড়ে উঠেছে। মোট বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার। ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুরে প্রায় ৬০টি বিড়ি কোম্পানী তাদের নিজস্ব 'ব্র্যাণ্ড নামে' বিড়ি তৈরী করে বাজারে ছাড়ে। এছাড়া প্রায় ২০০টি ছোট বিড়ি তৈরীর সংস্থা আছে। বিড়ি শ্রমিকদের শতকরা আশি ভাগ নারী শ্রমিক। তারা বাড়ীতে বসে বিড়ি তৈরী করে। বিড়ি শিল্প থেকে সরকারী কোষাগারে বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার উপর জমা পড়ে। এই বিড়ি শিল্পই জঙ্গিপুর মহকুমার অর্থনৈতিক জীবনে রক্ত সঞ্চারের প্রধান অবলম্বন। ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা, জঙ্গিপুরের ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুই এই বিড়ি শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

যে শিল্প থেকে এত মানুষের রুজিরোজগার হচ্ছে এবং যেখান থেকে সরকার কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স আদায় করছেন তার দিকে কিন্তু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কারও নজর নাই। সরকারী অদূরদর্শিতা ও কর ব্যবস্থার অসম প্রয়োগের ফলে এই এলাকার বিড়িশিল্প ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

সহানুভূতিশীল সুপ্রযুক্ত করনীতি গ্রহণ করলে, পাতা মশলা ও উৎপাদিত বিড়ি পরিবহনের সুব্যবস্থা করলে এবং বহির্বিশ্বে উৎপাদিত বিড়ি বিপণনের জন্য সরকারী দূতাবাস ও বাণিজ্য দূতাবাসগুলিকে কাজে লাগালে এখানে আরও লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। এরজন্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শিল্পাঞ্চলের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে না। (চলবে)

শুভ বিবাহের নানা নতুন ডিজাইনের কার্ড আমরা এনেছি।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস

রঘুনাথগঞ্জ

কর্ম্মখালির বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাইতেছে যে, পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেডের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি শূন্য পদ পূরণের জন্য ভারতীয় নাগরিকগণের নিকট হইতে নিম্নে বর্ণিত ফরমে নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪-১-৮৬। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে। ত্রুটিপূর্ণ এবং অযোগ্য দরখাস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

পদের নাম : ১। সহকারী হিসাব রক্ষক
২। সেলস্‌ম্যান-কাম-ক্লার্ক
৩। সিল্ক রিলিং ইন-চার্জ

যোগ্যতাবলী ১। আবশ্যিক

১নং পদের জন্য : ক) তাঁহার অবশ্যই কোন একটি খাদি সার্টিফায়েড প্রতিষ্ঠানে সুদীর্ঘকাল স্থায়ী পদে হিসাব রক্ষকের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। খ) হিন্দি কথা লিখিতে ও বলিতে পারদর্শী হওয়া চাই। গ) রেশম কাপড়ের উৎপাদন বহি, ক্যাশ বহি ও বিভিন্ন প্রকার লেজার সম্বন্ধে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ঘ) ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন প্রকার চিঠি লেখার দক্ষতা থাকা চাই। ইংরেজী ভাষায় টাইপ পাস সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ঙ) বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। চ) মুর্শিদাবাদ সিল্ক গরদ সার্টিং ও স্যুটিং শাড়ী ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। ছ) বয়সের সীমা ৪০ বৎসর (তপশীলি জাতি, উপজাতি ও তন্তুজীবীদের পাঁচ বৎসর শিথিলযোগ্য)।

২নং পদের যোগ্যতাবলী : ক) তাঁহার অবশ্যই বাণিজ্য বিভাগ লইয়া উচ্চ মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেট থাকা চাই। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের বোনাস নম্বর দেওয়া হইবে। খ) তাঁহার অবশ্যই খাদি এণ্ড ভিলেজ ইনডাসট্রিজের অধীনে কোন এক বা একাধিক সংস্থায় এ বিষয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চায়। গ) অত্র সমিতির প্রাক্তন কর্ম্মী বা প্রাক্তন শিক্ষানবীশদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ঘ) রেশম কাপড় উৎপাদন বহি ও তৎসহ বিভিন্ন প্রকার খতিয়ান স্বাধীনভাবে লেখার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ঙ) হিন্দি কথা বলার এবং লেখার দক্ষতা থাকা অবশ্যই চাই। চ) ইংরেজী ভাষায় টাইপের পাস সার্টিফিকেট এবং দক্ষতা অবশ্যই চাই। ছ) বয়সের সীমা ৩০ বৎসর (তপশীলি জাতি, উপজাতি ও তন্তুজীবীদের ক্ষেত্রে আরও ৫ বৎসর শিথিলযোগ্য)। জ) এই পদের জন্য স্থানীয় ছেলে অগ্রাধিকার পাইবে।

৩নং পদের যোগ্যতাবলী : ক) বিভিন্ন প্রকার রেশম সুতা উৎপাদনের অভিজ্ঞতা থাকা চাই ও রেশম সুতার ডেনিয়ার সম্বন্ধে তাঁর পুরো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। খ) রেশম সুতা উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার খাতা স্বাধীনভাবে লেখার দক্ষতা থাকা চাই। গ) তাঁহার মাধ্যমিক পাস বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বয়স সীমা ৩০ বৎসর।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত তিনটি পদের জন্যই সমিতির নির্দ্ধারিত Security (জামিন) জমা দিতে হইবে। উপরোক্ত তিনটি পদ অবিলম্বে পূরণ করা হইবে এবং অনধিক ছয় জনের একটি প্যানেল প্রস্তুত করা হইবে। উপরোক্ত পদ তিনটি পুরুষ প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য।

তিনটি পদের জন্য বেতন ও ভাতাদি :

নিয়োগের পর যোগ্যতা যাচাই করিয়া সমিতির কর্মকর্তা ও প্রার্থীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হইবে।

আবেদনপত্রের নির্দ্ধারিত ফরম

১। নাম—
২। পিতার নাম—
৩। বয়স (জন্ম তারিখসহ)—
৪। ঠিকানা—
৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা— ক) অন্যান্য যোগ্যতার বিবরণ—
৬। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের রেজিষ্ট্রেশন নং—
৭। তপশীলি জাতি, উপজাতি বা তন্তুজীবী কিনা—
৮। আপনি কি আপনার দরখাস্তের সহিত নিম্নলিখিত প্রামাণিক পত্রগুলি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন?
ক) বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রত্যয়িত নকল (বিবরণসহ)। গ) তপশীল জাতি/উপজাতি/তন্তুজীবী অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়িত নকল। ঘ) আপনার এলাকার প্রধানের নিকট হইতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বাস করার প্রমাণপত্র।
৯। আবেদনকারীর স্বাক্ষর—
১০। আবেদন করার তারিখ—

নিমাই দাস
সেক্রেটারী,
পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
৮-১-৮৬

মুর্শিদাবাদ এষ্টেট, ওয়াসেফ মঞ্জিল, পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ এষ্টেটের অধীনস্থ নিম্নলিখিত জলাশয়গুলিতে মাছ চাষ ও ধরার জন্য ১৩৯৩ সালের শ্রাবণ মাস হতে ৩ বৎসর বা ৭ বৎসর মেয়াদ ক্রমে পৃথক পৃথক ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি জলার জন্য পৃথক পৃথক মেয়াদের জন্য পৃথক পৃথক সর্বনিম্ন দর দেওয়া হল। এর নীচে দর গ্রহণীয় বলে বিবেচ্য হবে না। দরপত্র গ্রহণের শেষ সময় ২৭-২-৮৬ তারিখের বৈকাল দুই ঘটিকা। স্বয়ং আসিয়া বা নিজ দায়িত্বে রেজিষ্টারী ডাকযোগে দরপত্র দেওয়া যাবে। আমানতের পরিমাণ দেওয়া হল। আমানত ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা অফিস চালানে পূর্বেই দিতে হবে এবং ড্রাফট বা চালানের কপি দরপত্রের সঙ্গে সীল করা অবস্থায় জমা দিতে হবে। লীজের মেয়াদ ৩ বৎসর হবে বা ৭ বৎসর হবে সে বিষয়ে সরকারী বা এষ্টেটের আদেশই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য এষ্টেট অফিসে যোগাযোগ করুন। যে কেহই সব জলাশয়ের ব্যাপারে একটির জন্য বা পৃথক পৃথক ভাবে সবগুলির জন্য দরপত্র দিতে পারেন।

ক্রমিক সংখ্যা	থানা	জলাশয়ের নাম	আয়তন	উভয়ক্ষেত্রেই আমানতের পরিমাণ	৩ বৎসর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দর	৭ বৎসর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দর
১	মুর্শিদাবাদ	ফররাবাগ পুস্করিণী	৫.০৮	১৪০০/	২৮,০০০/	৮০,০০০/
২	ঐ	নিশাদবাগ ,,	৫.০৩	১৫০০/	৩০,০০০/	৯০,০০০/
৩	ঐ	বাটাতলা ,,	১.৯২	১২৫০/	২৫,০০০/	৭৫,০০০/
৪	ঐ	আস্তাবল ,,	১.৭৩	২৫০০/	৫০,০০০/	১,২৫০০০/
৫	ঐ	মতিমহল ,,	১.৬৭	১২০০/	২৫,০০০/	৭৫,০০০/
৬	ঐ	গোপালনগর বিল ,,	২.৮৬	১৫০/	৩,০০০/	৯,০০০/
৭	ঐ	তোপখানা বাগানের একটি পুকুর	.৪৩	১০০/	৩,০০০/	৯,০০০/
৮	ঐ	রাজাসাহেব বাগানের দুটি পুকুর, ১টি ডোবা	১.৭৯	২৫০/	৫,০০০/	১৫,০০০/
৯	ঐ	সেখপাড়া বাগানের ১টি পুকুর	.৭১	২০০/	৪,০০০/	১২,০০০/
১০	ঐ	মিয়া আফরিন বাগানের ১টি ডোবা	.১৯	৫০/	১,০০০/	৩,০০০/
১১	ঐ	বাউলিবাগানের ১টি পুকুর	.৫৯	১২৫/	২,৫০০/	৭,৫০০/
১২	ঐ	ফৌজবাগানের ১টি ডোবা	১.৭০	৫০/	১,০০০/	৩,০০০/
১৩	ঐ	নবাববাগানের ৩টি পুকুর	১.১৮	২০০/	৪,০০০/	৮,০০০/
১৪	ঐ	এলাহিগঞ্জের ১টি পুকুর	.৪১	৫০/	১,০০০	৩,০০০/
১৫	ঐ	রাইটনবাগ পুকুর	.৩৫	৫০/	১,০০০/	৩,০০০/
১৬	ঐ	আখেরীঘাটা বিল	২.২৮	৫০/	১,০০০/	৩,০০০/
১৭	ঐ	ভিস্তিটুলী পুকুর	.১১	৫/	১০০/	৩০০/
১৮	সাগরদিঘী	সেখেরদিঘী পুস্করিণী	৫৩.৩২	২৫০০/	৫০,০০০/	১,৫০,০০০/
১৯	জিয়াগঞ্জ	গুয়াডহরি বিল	৯৬৬	২৪০/	১২,০০০/	৩৬,০০০/
২০	বড়ঞা	মসাড্ডার ডোবা	১৩১৮	৫০০/	১০,০০০/	৩০,০০০/
২১	কান্দী	বিলচরিখাবিল	১৯.২৪	৭৫০/	১৫,০০০/	৪৫,০০০/
২২	ঐ	বেলেরনালা ইত্যাদি	১২.১২	৫০০/	১০,০০০/	৩০,০০০/
২৩	ভরতপুর	বিলকারুল	১৪৮.২৬	৬২৫০/	১,২৫,০০০/	৩,৭৫,০০০/
*২৪	বহরমপুর	চাঁন্দপাড়া বিল	১১৫.৯৮	১০,০০০/	২,০০,০০০/	৬,০০,০০০/

* প্রকাশ থাকে যে, বিলের উক্ত পরিমাণ বাদে অপর বন্দোবস্তীয় জমির পরিমাণের জলের উপর মৎস্য ধরার মালিকের স্বত্ব বজায় আছে।

শ্যাম ভদ্র
এষ্টেট ম্যানেজার, মুর্শিদাবাদ এষ্টেট

মত্ত হাতির দাপাদাপি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সি, পি, এম দলের একজন অন্যতম সমর্থক। স্বভাবতঃই এ ঘটনায় অনেকের সাথে নজরুল ইসলামও অসন্তুষ্ট হন। রাজনৈতিক প্রভাবে এর পর উপর মহল থেকে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসে। নজরুল ইসলাম বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের শরণ নেন ও ইন-জাংকশন প্রাপ্ত হন। গত ১৭ অক্টোবর স্কুল প্রাঙ্গণে উভয় দলের সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে স্কুল দখলের জোড় লড়াই চলে। উভয় পক্ষ স্কুলের ঘরগুলিতে নিজের নিজের তালা ঝুলিয়ে দেয়। স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের সমর্থক ছাত্ররা স্কুল বয়কট করে। নজরুল ইসলাম অভিযোগ করে সি, পি, এম সমর্থকদের ক্রিয়াকলাপই এই অচলাবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী। ওরা আমার সমর্থক ছাত্রদের মারপিট করেছে ও আমার দেওয়া তালা ভেঙে নূতন তালা লাগি-য়েছে। তিনি ফরাক্কা থানায় এ ব্যাপারে একটি ডায়রীও করেছেন।

চাঁইদের সমস্যা নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাহেবের গ্রন্থ অনুযায়ী চাঁইরা নুনিয়া ও মাল্লার সাবকাষ্ট এবং সেক্ষেত্রে নুনিয়া ও মাল্লারা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিডিউল্ডকাষ্ট বলে গণ্য তখন চাঁইরা কেন সিডিউল্ডকাষ্ট বলে গণ্য হবে না। অতীশ-বাবু তাঁদের বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শোনেন এবং আশ্বাস দেন, দিল্লিতে ফিরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। যদি উপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে লোকসভার অধিবেশনেও তিনি তাদের সমস্যাবলী তুলে ধরবেন। জানা যায়, শ্রীসিংহ এই সফরকালে অরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন ও গঙ্গার ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন। স্থানীয় নেতৃ-বৃন্দের সঙ্গে ঐ সব সমস্যা সমাধানের বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনাও করেন।

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া মেন রোডে ব্যবসা ও বাসযোগ্য পুরাতন বাড়ী ৬ কাঠা জায়গাসহ সত্বর বিক্রয়।
যোগাযোগের ঠিকানা
ডায়মণ্ড লন্ড্রী
মিয়াপুর

রঘুনাথগঞ্জ ১৫নং ওয়ার্ডে দরবেশপাড়া ভগবতী মন্দিরের সামনে একখানি দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে।
যোগাযোগের স্থান
প্রশান্তকুমার রায়
রায় ভবন
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া

তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ জানুয়ারী স্থানীয় চণ্ডীচরণ দাস বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দোতলার ছাদ থেকে নীচে পড়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াত দাস উকিলের মোহরার ছিলেন।

বোমায় খুন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ ডিসেম্বর স্থানীয় থানার খিদিরপুরে দু'দলে সংঘর্ষের সময় বোমার আঘাতে হারু সেখ নামে জনৈক গ্রামবাসী নিহত হয়। জানা যায় পুরাতন কোন্দলের ফলশ্রুতি এই হত্যাকাণ্ড। ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী বদিউজ্জমান ওরফে কালু সেখ, রবি সেখ ও হায়েত সেখের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

হারাইয়াছে

গত ১ জানুয়ারী সাইকেলযোগে বীরভূমের তীরগ্রাম থেকে রঘুনাথগঞ্জ ফেরার পথে আমার একটি ব্যাগ খোয়া গিয়েছে। ব্যাগে গরম জামা কাপড়, নোট বুক জরুরী একটি ডাইরী আছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে ফেরত দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
বালিঘাটা, রঘুনাথগঞ্জ

নিরুদ্দেশ

আমার স্ত্রী শ্রীমতী মায়ারাণী ভাস্কর গায়ের রং কালো, গড়ন পাতলা, উচ্চতা ৫ ফুট মত, পরনে খয়রি সাদা ছাপের শাড়ী গত ৪ জানুয়ারী দুপুর থেকে নিরুদ্দেশ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি অনুসন্ধান দিলে চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রীশঙ্কর ভাস্কর
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ
সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।